মা ল বি কা ভ ট্টা চা র্য

শতবর্ষে ওক্তাভিও পাজ

কবি ওক্তাভিও পাজ-এর জন্ম শতবার্ষিকী নানা দেশে উদ্‌যাপিত হচ্ছে এই বৎসর, কিন্তু ভারতবর্ষে এখনও তেমন প্রচেষ্টা দেখা যায় নি বিশেষ। আমাদের দেশে এই নীরবতা অবাক করে, কেননা ভারতবর্ষ তাঁর চিন্তা ও কৃতি সমূহে যে প্রাধান্য পেয়েছিল তার তুলনা এই বিশ্বায়নের (Globalization) যুগেও অতি বিরল। আমাদের সময়ে বিশ্বায়ন ব্যাপারটা কেবল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন নয়, বিভিন্ন দেশের মধ্যে মানুষের যাতায়াত ও অভিবাসন (Migration), বৈদ্যুতিন যোগাযোগ, এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ক্রমবর্ধমান। ফলে যে বিশ্বজনীনতার সৃষ্টি হয়েছে তা কয়দিন পূর্বেও কেবল কয়েকজন চিন্তকদের মননে বিরাজ করেছিল। বিংশ শতাব্দীতে সেই কয়েকজন চিন্তক ও সৃষ্টিকারদের মধ্যে ওক্তাভিও পাজ একজন। একথা তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রদানের সময়ে স্বীকৃতি লাভ করে। তার বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতবর্ষের স্থান ছিল সবার ওপরে।

পাজ-এর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা শুরু হয় যখন তিনি বয়সে ত্রিশের কোঠায় সবে পা দিয়েছেন। ১৯৪৬ সালে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে শুরু করেন। তখন তাঁর গুরু ফরাসি সুরিয়ালিস্ট আন্দ্রে ব্রেতঁ (André Breton, 1896-1966))। তারপর যখন পাজ মেক্সিকো দেশের কূটনৈতিক পদাধিকারী, দেশের রাজদূত হওয়ার পথে অগ্রসরমান, তখন তিনি ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন। সেই পঞ্চাশের দশক-এর ভারতবর্ষ স্মরণ করে পরে পাজ লিখেছেন : "ত্রিশ বছরেরও বেশি হয়ে গেল একদিন আমি মুম্বাইতে সূর্যোদয়ের সময়ে জাহাজ থেকে নেমেছিলাম। আমি মেক্সিকোর রাজদূতের সঙ্গে দ্বিতীয় সচিব রূপে এসেছিলাম ভারতের নূতন

প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক স্থাপন করতে। তখনকার দিনে আমি ছিলাম তরুণ ও অসংস্কৃত কবি। ...অনেকদিন পরে, ১৯৬২ সালে, ফিরে এলাম আবার আমার দেশের রাজদূত হিসেবে...আমার ভারতবর্ষীয় বিদ্যাশিক্ষা চলল...এখনও শেষ হয়নি।"

ভারতবর্ষের বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ছাড়াও কয়েকটি কারণে ভারত পাজ-এর ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ জায়গা নিয়েছিল। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ সাল তিনি যখন নতুন দিল্লিতে মেক্সিকোর রাজদূত, ফরাসি মহিলা মারি হোসে এবং পাজ-এর মধ্যে প্রেম সম্বন্ধ বিবাহ পরিণতি লাভ করে। ১৩ নম্বর পৃথ্বীরাজ রোড ঠিকানায় রাজদূতের বাস ভবনের বাগানে একটা বিশাল নিমগাছ আছে, তার স্মৃতি কবির প্রেমের জীবনে ও কবিতায় রয়েছে।

"একটি মেয়ে /আমি তার হাত ধরলাম/এক সাথে আমরা পার করলাম/চতুর্দিক, তিন কাল.../...আমরা নিমগাছকে বললাম/আমাদের বিবাহ তুমিই দাও"

("El cuento de dos jardines" : দুই বাগানের কথা)

ভারতে রচিত কবিতাগুচ্ছের নাম উনি দিয়েছিলেন Ladera Este, বাংলায় যাকে বলা যায় "পুবদিকে ঢল"। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু আমাদের দেশ, আমাদের মানুষ, আমাদের ইতিহাস, আমাদের দর্শনশাস্ত্র, এদেশের কিছু শহর, কিছু গ্রাম। তাই কবিতাগুলির নামও এইরকম : বৃন্দাবন, মাদুরাই, উদয়পুরে এক দিন,কোচিন, কন্যাকুমারীর কাছে, রবিবারে এলেফেন্টার গুহায়, লোদি গার্ডেনসে, মাইসুরের পথে, হুমায়ুনের সমাধি, প্রভৃতি।

ভারতকে অন্তর দিয়ে বোঝার জন্যে এদেশে অনেক ঘুরেছিলেন পাজ। যেসব জায়গায় পর্যটকেরা সচরাচর যায় না, ভারতীয়রাও বিশেষ মাড়ায় না যে-পথ, গিয়েছিলেন সেখানেও। যেমন মধ্যপ্রদেশের ওর্চা ও ডাটিয়া, কিংবা জয়পুরের কাছে একটা ধূলিমাখা তীর্থস্থান গাল্টা, যেখানে পথের ধারে হনুমানের মূর্তি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে পাজ লিখেছিলেন El Mono Gramático গ্রন্থটি (বাংলায় অর্থ "ব্যাকরণবিদ্ হনুমান")। বিদেশিদের সামনে আমরা ভারতীয়রা যে মুখোশ ধারণ করি তা ভেদ করতে পেরেছিলেন পাজ।

১৯৬৮ সালে পাজ মেক্সিকো সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করেন—সেই কাহিনি একটু পরে বলা যাবে। এইভাবে ভারত ত্যাগ করার পর ষোলো বৎসর পরে পাজ আবার দিল্লিতে এসেছিলেন ১৯৮৪-৮৫ সালে নেহরু মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন-এর বার্ষিক বক্তৃতা দিতে। তবে এই অন্তর্বর্তী সময়ে ভারতে না এলেও কবির চিন্তায় ও লেখাপত্রে ভারতবর্ষের চিন্তার নিরন্তর উপস্থিতি দেখেছি যখন আমি

মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলাম ১৯৭৮-৭৯ সালে; যেহেতু আমার গবেষণার বিষয় ছিল ওক্তাভিও পাজ-এর সাহিত্যকৃতি, তাঁর সঙ্গে বহুবার কথোপকথনের সুযোগ পেয়ে দেখেছি ভারত বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবং অনুধ্যান। ১৯৮৫ সালে নেহরু স্মারক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন : "ভারতবর্ষে আমার শিক্ষণীয় ছিল নানাবিধ; দার্শনিক, রাজনৈতিক, সৌন্দর্যচেতনা, ইত্যাদি নানা বিষয়ে। এই অভিজ্ঞতার ছাপ দেখা যায় আমার গদ্য লেখাগুলিতে যেমন, তেমনই আমার কবিতায়, এমন কি আমার জীবনধারায়।" **(India and Latin America: A dialogue of Cultures, Jawaharlal Nehru Memorial Lecture, 13 November 1985, New Delhi).**

ভারতবর্ষে লেখা তাঁর কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ স্মরণযোগ্য।

'হুমায়ুনের কবরখানা'

"ফড়িংদের মধ্যে বিতর্ক/বানরকুলের বাদ-বিসংবাদ/আর মাপজোকের কিচিরমিচির, /এদের বিপক্ষে/(দীর্ঘ এক গোলাপি শিখা/পাষাণ আর শূন্যতা আর পাখির উড়ান দিয়ে তৈরি,/কালগতি নিশ্চল জলের উপকূলে)/স্তব্ধতার স্থাপত্য।"

(El Mausoleo de Humayun)

অথবা দেখা যাক আর একটি কবিতা :

'উদয়পুরে এক দিন'

"শ্বেতকায় এক প্রাসাদ,/শ্যামা দীর্ঘিকা,/লিঙ্গম এবং যোনি।/দেবী যেমন দেবতাকে গ্রাস করেন/হে রাত্রি, আমাকেও নাও।.../ছিন্নমস্তা কালিকা নৃত্যরতা..."

(El día en Udaipur, *Ladera Este)*

পাজ কালীর পূজা ও বলিদানের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন কেননা তাঁর সঙ্গে আজতেক আমলে মেক্সিকোর নরবলি প্রথার এক ধরনের সাজুয্য তিনি কল্পনা করেছিলেন। তাছাড়া তিনি হাইনরিশ জিম্‌মর-এর অনুসরণে প্রতীকী ব্যাখ্যা করেছেন এই কবিতার সংলগ্ন একটি টীকাতে। **(Heinrich Zimmer, *Myths and Symobols in Indian Art and Civilization*)**

দার্শনিক তত্ত্ব-সমৃদ্ধ চিন্তা আরও প্রকাশ পায় এই সব কবিতায় :

'জন কেইজের লেখার বিষয়ে'

"সংগীত এবং নিস্তব্ধতা সমার্থক /(মুছে যাক আর্ট এবং /জীবনের বৈপরীত্য)"

(Lectura de John Cage, Ladera Este)

এই দার্শনিক কবিতার বিষয়ে পাজ একটি ব্যাখ্যা লিখেছিলেন ওই বইতে : "মাধ্যমিকা দর্শনের একটি মূল কথা হল নির্বাণ ও সংসার সমার্থক; অর্থাৎ ইহজগৎ

এবং অতীন্দ্রিয় জগতের সত্য শেষ পর্যন্ত একই।" (Notes by Octavio Paz, *Ladera Este*, p.197) একেই অনেকে বলেছেন বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্য।

'সব দিকের হাওয়া'

"বর্তমান কাল আর চিরকাল সমান.../পৃথিবীর শীর্ষ/শিব এবং পার্বতী রতি বিলাসে রত,/প্রতি আলিঙ্গন শতাব্দী সমান..."

(Viento Entero, *Ladera Este*)

সমালোচক মানুয়েল ডুরান বলেছেন যে পাজ পেয়েছিলেন ভারতীয় দর্শনে "আকস্মিক এক আলোকরশ্মি।" (Manuel Durán, 'Liberatad en la poesía de Octavio Paz', *Revista Sur,* Buenos Aires, 1962, vol.276, pp.72-77). আরেক সাহিত্য সমালোচক বেলিনির মতে, "পাজ খুঁজে পেয়েছিলেন হিন্দু জগতে বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্যের সূত্র।" (Giuseppe Bellini, 'Octavio Paz', *Review QIA*, no. 34, 1966, p.103) হয়তো হিন্দু দর্শনের চেয়ে বৌদ্ধ দর্শন পাজকে বেশি প্রভাবিত করেছিল।

'বৃন্দাবন'

"বিগত, বিগত, /সন্ত, ভাঁড়, সন্ত, ভিখারী, রাজা, নরকগামী,/সবাই সমান"

(Vrindaban, *Ladera Este*)

লেখকের সংযোজন : "বিগত অপর পারে, এই শব্দগুলি প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রে বহুবার দেখা যায়।"

২

ওক্তাভিও পাজ-এর কৃতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে যদি কেবল ভারত সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কথা বলি। তাঁর কল্পনাতে ভারতবর্ষ একদিকে, অপরদিকে লাতিন আমেরিকা, বিশেষত তাঁর স্বদেশ মেক্সিকো। এই "দুই সংস্কৃতির মধ্যে কথোপকথন" তার চিন্তার কেন্দ্রস্থলে। মেক্সিকো সম্বন্ধে তাঁর কাব্য-ধারা এবং প্রবন্ধাবলীতে লাতিন আমেরিকার বিষয়ে তাঁর ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার উপর, স্পেনের যে ঔপনিবেশিক আধিপত্য ছিল, তা অনেকদিন আগে শেষ হয়ে গেলেও হিস্পানি ও অন্যান্য ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত এবং ভূম্যধিকারী অভিজাত শ্রেণির আধিপত্য কায়েম ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে তো বটেই, অনেক স্থানে এখনও আছে। এই আধিপত্যের রাজনৈতিক খুঁটি ছিল কাউদিলিও (Caudillo) বা প্রভুস্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক অভিজাতবর্গের আঁতাত। এর

বিরুদ্ধে যেসব সংগ্রাম ইতিহাসে স্মরণীয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেক্সিকোতে কৃষক নেতা এমিলিআনো জাপাতার নেতৃত্বে বিপ্লব। জাপাতার প্রধান দাবি ছিল চাষিদের জন্য জমি। পাজের পিতা (তাঁরও নাম ওক্তাভিও পাজ) উকিল ছিলেন। তিনি জাপাতার হয়ে মামলা লড়েছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে। এইরকম একটা পরিবেশে পাজের জন্ম। রাজধানীর উচ্চবংশের পুত্র। পুরো নাম ওক্তাভিও পাজ লোজানো। পিতামহ ইরেনেও উদারনীতিক ছিলেন; পেশায় সাংবাদিক। পরিবারের সবাই রিভলিউশন-এর সমর্থক।

কিন্তু মেক্সিকোর এই সংগ্রামের বিফলতা পাজ ক্রমশ বুঝতে পেরেছিলেন। ১৯৫০ সালে ওঁর বিশ্ববিখ্যাত El laberinto de la Soledad (নিঃসঙ্গতার গোলকধাঁধা) গ্রন্থে পাজ লিখেছেন : "মেক্সিকোর বিপ্লব, তার সকল উর্বর সম্ভবনা সত্ত্বেও, অসফল হয়েছে কারণ বাস্তবিকরূপে ন্যায্য ও মুক্ত সমাজ সৃষ্টি করতে সে অক্ষম।"

এই রচনায় পাজ মেক্সিকোবাসীদের চেতনা ও সংস্কৃতি, বিশেষ করে তাদের 'সহজাত নিঃসঙ্গতা'র দক্ষ বিশ্লেষণ করেছেন। মেক্সিকোর মানুষের হৃৎকম্পনে আজও ভীরু আজতেকের (Aztec) পদধ্বনির সাড়া মেলে। তাই সে আড়াল করে রাখে নিজেকে। "মেক্সিকোর মানুষ, তরুণ অথবা বৃদ্ধ, হিস্পানি বংশের অথবা মিশ্রজাতীয় ('মেস্‌তিজো', অর্থাৎ স্পেনীয় ও স্থানীয় ইন্ডিয়ান মিশ্রণসজাত)...যেন দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রেখেছে নিজেকে বাঁচাবার জন্য। তার মুখ একটা মুখোশ...সে সর্বদাই দুরে থাকে পৃথিবী থেকে এবং আর সকল থেকে। ...এই দূরত্ব বা নিঃসঙ্গতা আমাদের সংশয় ও আস্থাহীনতাকে মোকাবিলা করার উপায়ের মধ্যে একটা। বোঝা যায় যে আমরা বাইরের জগৎকে বিপজ্জনক মনে করি। আমাদের ইতিহাস এবং যে সমাজ আমরা তৈরি করেছি, তারই ফল এই মনোবৃত্তি। ...আর কোনও জাতি বোধহয় এতটা অসহায় বোধ করেনি, যেমন আজতেক জাতি বোধ করেছিল...তাদের সঙ্গে আগ্রাসী স্পেনের সম্পর্কে আজতেক জাতির আত্মহনন ছাড়া কিছু বলা চলে না।" (নিঃসঙ্গতার গোলকধাঁধা)। মেক্সিকোর সংস্কৃতিতে এই চেতনার একাকিত্ব যেমন, তেমনই সকল মানুষের একাকিত্বই পাজ-এর কবিতায় একটা বড় স্থান পেয়েছে।

মেক্সিকো, বিশেষভাবে প্রাক্-ঔপনিবেশিক আজতেক মেক্সিকো, পাজ-এর কাব্যকল্পনা ও চিত্রকল্পের উৎসস্থল। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা 'পাষাণ-সূর্য' (Piedra de Sol), এই দীর্ঘ কবিতাটি কাব্যগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। পাথরে উৎকীর্ণ সূর্যের একটি মূর্তি স্পেনীয় অধিকারের পূর্বে মেক্সিকোর আজতেক সাম্রাজ্যে আরাধ্য ছিল। আজতেকের প্রথা ছিল দেবী তোনন্‌জিনকে তুষ্ট করা নরবলি দিয়ে। পাজ তার সঙ্গে তুলনা খুঁজে পেলেন কালীর উদ্দেশ্যে বলিদান প্রথায়। কেবল প্রাচীন ইতিহাস নয় আধুনিক মেক্সিকো পাজ-এর চিন্তায় ফিরে আসে বারেবারে।

ওক্তাভিও পাজ-এর লেখায়, বিশেষ করে তাঁর প্রবন্ধাবলীতে, ফল্গুধারার মতো রয়েছে মেক্সিকোর প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা, ওই দেশের ইতিহাস ও বর্তমান সম্বন্ধে তাঁর নিয়ত চিন্তা। "নিঃসঙ্গতার গোলকধাঁধা" নামক গ্রন্থের উল্লেখ আগেই করেছি। এই লেখার কুড়ি বছর পরে তিনি একটা পুনশ্চ-স্বরূপ যোগ করেন আর একটি প্রবন্ধ পুস্তক: "অন্য মেক্সিকো: পিরামিডের বিশ্লেষণ" (El crítico de la pirámide)। উদ্দেশ্য, আধুনিক মেক্সিকোর সাম্প্রতিক ইতিহাস বোঝবার চেষ্টা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৬৮ সালে মেক্সিকোর ইতিহাসে একটা আলোড়নকারী ঘটনা ঘটে। এই সময়ে ফরাসি, জার্মান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ছাত্রসমাজে তথা উত্তর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে যুব আন্দোলনের কথা অনেকেই জানেন। অপেক্ষকৃত অনবগত রয়ে গেছে সমসাময়িক মেক্সিকোতে যুব অভ্যুত্থান। দোসরা অক্টোবর, ১৯৬৮, মেক্সিকোর ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের প্রতিবাদী সমাবেশের উপর সরকারি নির্দেশে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে তিনশজন মারা যায়। ত্লাতেলকো প্লাজাতে ঘটেছিল এই হত্যাকাণ্ড। আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কাছাকাছি সময় বলে, মেক্সিকোর শাসকবর্গ চেয়েছিল এই যুব আন্দোলনকে সমূলে বিনষ্ট করতে এবং ব্যাপারটাকে বিশ্বের কাছে আড়াল করে রাখতে। উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হয়েছিল নিঃসন্দেহে। তবে ওক্তাভিও পাজ উচ্চপদস্থ রাজদূত হিসেবে এই হত্যাকাণ্ড বিষয়ে অবহিত ছিলেন। প্রতিবাদে ১৯৬৮ সালে তিনি দিল্লিতে রাজদৌত্য থেকে পদত্যাগ করেন সকলকে অবাক করে।

'অন্য মেক্সিকো' প্রবন্ধগ্রন্থে ওক্তাভিও পাজ সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং আরও সুদূরপ্রসারী ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে বুঝবার চেষ্টা করেছেন 'মেক্সিকোর সেই ইতিহাস যা চোখে পড়ে না।' মেক্সিকোর প্রাচীন পিরামিডগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় আচার-ব্যবহার, আজতেক সমাজে নরবলি প্রথা, আধুনিককালে শাসকবর্গের হিংস্রতা, এইসব প্রবণতাকে একই ধারার অংশরূপে দেখিয়েছেন। "তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার তলায় রয়েছে পুরাতন নরঘাতক ক্ষমতালিপ্সা।" (El Crítico de la Pirámide)

৩

ওক্তাভিও পাজ-এর ভারতের সঙ্গে পরিচয় কেমন ছিল এবং তাঁর সাহিত্য-কৃতিতে তাঁর স্বদেশ মেক্সিকোর তথা লাতিন আমেরিকার সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রভাব, এই দুই বিষয়ে আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা করেছি। তৃতীয় যে বিষয় অতি অবশ্য আলোচ্য তা হল কবি, প্রবন্ধকার এবং লাতিন আমেরিকার একজন প্রধান চিন্তক এই মনীষীর দর্শন

চিন্তা। নিঃসন্দেহে সব বড়ো মাপের লেখকেরই জীবন দর্শন ও চিন্তা প্রবাহ অনুধাবনের যোগ্য—কিন্তু পাজ-এর ক্ষেত্রে এই দিকটা অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ এই যে গদ্যে বা পদ্যে তিনি যাই লিখেছেন তাতে গভীর দর্শন চিন্তার ছাপ পড়েছে, এবং সমসাময়িক বেশিরভাগ আমেরিকাস্থিত লেখকদের তুলনায় তিনি দর্শন বিষয়ে প্রচুর লিখেছেন। প্রথম জীবনে পাজ ইউরোপের তিনটি চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। স্পেনের ঐতিহ্যে খ্রিস্টীয় ধারা, বিশেষ করে পাজ-এর পূর্ববর্তী প্রজন্মের বিখ্যাত দার্শনিক মিগেল উনামুনো (Miguel Unamuno), স্বভাবত হিস্পনি ভাষাভাষী দেশগুলিতে চিন্তক মহলে এই প্রভাব লক্ষ করা যায়। উচ্চশিক্ষিত মহলে পাজ-এর সময় পর্যন্ত ফরাসি এবং জার্মান ভাষা শিক্ষার প্রচলন ছিল এবং তিনি বিশেষ করে ফরাসি সুররিয়ালিজ্‌ম্-এর অনুরাগী হয়ে পড়েন। রোমান্টিক ঐতিহ্যবাহী ঊনবিংশ শতকীয় জার্মান লেখকদের প্রভাব অনেক সাহিত্য-সমালোচক লক্ষ করেছেন পাজ-এর লেখায়। সুররিয়ালিজ্‌ম্-এর প্রভাব তার প্রথম বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থে স্পষ্ট। 'পিয়েদ্রা দে সল' বা 'পাষাণ সূর্য' কাব্যে অতীত ও বর্তমান, দূর ও নিকট, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে অনায়াস সঞ্চরণ দেখা যায়।

'নিঃসঙ্গতার গোলকধাঁধা' গ্রন্থে তাঁর ইতিহাস দর্শন : "মেক্সিকোর ইতিহাস যেন নিজের পিতৃ পরিচয় খুঁজছে, নিজের পরিচয়ের সন্ধানে। এ দেশ কোনো না কোনো সময় ফ্রান্স, স্পেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নিজের দেশের বিপ্লবীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ইতিহাসে তার যাত্রা এক ধূমকেতুর মতো, মাঝে মাঝে তার শরীর থেকে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বেরিয়ে আসে। কোন উন্মাদনায় সে এই পথে চলেছে? মেক্সিকোর মানুষ ফিরে যেতে চায় সেই আদি শুভ সময়ে যখন স্পেনের দস্যুরা এসে পৌঁছায়নি, আজতেক রাজত্ব ধ্বংস করেনি। মেক্সিকোর মানুষ আবার একটা সূর্য হয়ে যেতে চায়, সে ফিরে যেতে চায় জীবনের সেই কেন্দ্রবিন্দুতে যেখান থেকে একদিন তাকে বিচ্যুত করা হয়েছিল। (সেটা কি স্পেনের কাছে পরাজয়ের দিনটা? না কি মেক্সিকোর স্বাধীনতার দিনটা?) আমাদের নিঃসঙ্গতা আর আমাদের ধর্মবোধের একই মূল। দুটোই এক ধরনের অনাথ হয়ে যাওয়ার দুঃখ, সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার একটা অস্পষ্ট অনুভূতি, এবং কিসের জন্য একটা আকুল সন্ধান : যেন যুগপৎ পলায়ন ও প্রত্যাবর্তন, নিখিল বিশ্বের সথে সথে বন্ধনগুলো নতুন করে বাঁধবার আপ্রাণ চেষ্টা।"

অনুরূপ দেখি আমরা Piedra de Sol কাব্যে :/"সক্রেটিস, শিকলে বাঁধা, প্রভাতে অপেক্ষমান মৃত্যু,.../নিনেভেহ নগরের ধ্বংসস্তূপে, শেয়ালের ডাক,/যুদ্ধের পূর্বরাত্রে

ব্রুটাস যে প্রেতচ্ছায়া দেখেছিল,/মক্‌তেজুমা যন্ত্রণার কন্টকশয্যায় নিদ্রাহীন,.../ রোবস্পিয়রের মৃত্যুর দিকে শ্লথগতি প্রগতি.../ধীরগতি লিংকনের পদক্ষেপ, সেইরাত্রে, থিয়েটারের দিকে, /ট্রট্‌স্কির ভয়াবহ মৃত্যুকালীন আর্তনাদ,

এবং মাদেরা'র চোখে উত্তরহীন প্রশ্ন : কেন এরা আমাকে হত্যা করছে?..."

এই অনুবাদ-অসম্ভব কবিতার মধ্যে একদিকে যেমন দেখি ওক্তাভিও পাজ-এর বিশ্বদর্শন, ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, অপরদিকে এর সুররিয়ালিস্ট্ দৃশ্যপট যেখানে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর সক্রেটিস আর রোম সাম্রাজ্যের ব্রুটাস থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মেক্সিকোর আজতেক রাজা মক্‌তেজুমা, ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের রোবস্‌পিয়ার, ১৮৬০ দশকের লিংকন, এবং বিংশ শতাব্দীর লিও ট্রটস্কি, আর মেক্সিকোর প্রগতিশীল প্রেসিডেন্ট মাদেরা এরা সব একত্র হয়েছেন। এইখানে দেখা যায় যেন পাজ-এর সঙ্গদান করছেন পাজের সমসাময়িক গাব্রিয়েল মার্কেস, সুররিয়লিস্ট এক জগতে বর্তমান-অতীত-পেরোনো কল্পনায়।

সুররিয়ালিজম্-এর পথিকৃৎ আন্দ্রে ব্রেতঁ বৌদ্ধ দর্শন শাস্ত্র বিষয়ে ফরাসি ও ইংরেজ অধ্যাপকদের লেখাতে আগ্রহী ছিলেন, তারই অনুসরণে পাজ পৌঁছোলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান দার্শনিক নাগার্জুন-এর নৈকট্যে। নাগার্জুন-এর বৈশিষ্ট্য ছিল শূন্যতাবাদ এবং এই বিশ্বাস যে বিশ্ব সংসার অনিত্য কিম্বা নিত্য পরিবর্তনশীল কেবল নয় আপাতদৃষ্টিতে তার যে বাস্তবতার রূপ সেটা ভ্রান্তি মাত্র।

আগেই আমরা দেখেছি যে পাজ-এর লেখায় বৌদ্ধ দর্শন, বিশেষত মাধ্যমিকা চিন্তাধারার নানা চিহ্ন ছড়িয়ে আছে, নাগার্জুন (১৫০ খ্রিস্টাব্দ আনুমানিক জন্ম) ও চন্দ্রকীর্তি (৬০০-৬৫০ খ্রিস্টাব্দ) বিশেষভাবে পড়েছেন তার প্রমাণ দেখা যায়। তাঁর জীবনে প্রায় শেষতম গ্রন্থে পাজ এই বিষয়ে লিখেছিলেন। এই বইটার নামকরণেই স্পষ্ট ভারতীয় দর্শনের অবদান তাঁর নিজের জীবন দর্শনে—পাজ বইয়ের নম দিয়েছিলেন *Vislumbres de la India*, (বার্সেলোনা, ১৯৯৫), অর্থাৎ "ভারতের আলোকে"। "বৌদ্ধদের চোখে ধর্মের অনেক মানে—তার ব্যাখ্যা ছড়িয়ে আছে বৌদ্ধধর্মের নানা ঐতিহ্যে, হীনযান, মহাযান, এবং তন্ত্র। তদুপরি আছে ভাষান্তরের বিভিন্নতা, পালি, সংস্কৃত, চীনা, তিব্বতি, ইত্যাদি। এতৎসত্ত্বেও ধর্ম জিনিসটা অস্পষ্ট কিছু একটা নয়, ধর্ম একটা তত্ত্ব যাতে আছে জীবনের আদর্শ, একটা ঔচিত্যের ধারণ, কর্ম ও চিন্তার স্বচ্ছতা।" কিন্তু পাজ ধর্মের গুণগান করে ক্ষান্ত হয়নি, তিনি বলছেন যে ধর্ম পুনর্জন্মের মহাচক্র থেকে আত্মাকে বাঁচাবে এই আশা বৌদ্ধ মতে নেই। "বুদ্ধ যখন সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন তখন তিনি শুরু করেছিলেন মানব সাধারণের দুঃখ নিয়ে" এবং তাঁর

শেষ কথা ছিল যে "সংসার চক্রের থেকে নিষ্কৃতির পথ" হল নির্বাণ, "মোক্ষ মানুষকে মুক্ত করে কর্মের বন্ধন থেকে"। ওক্তাভিও পাজ এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং খ্রিস্টীয় মতের যে আলোচনা করেছেন সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের নানা মত থাকতে পারে—কিন্তু লক্ষণীয় হচ্ছে তাঁর সৃষ্টিশীল লেখায় ভারতীয় দর্শন বিষয়ে পাজ-এর এই ধারণা সমূহ যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ভারতবর্ষের প্রভাব তিনটি রূপে প্রতিভাত হয় পাজ-এর সৃষ্টি কর্মে। প্রথম, তাঁর ভাষায় দেখা যায় বিশুদ্ধ ভারতীয় নানা শব্দ ও ধারণা যেগুলি খ্রিস্টীয়, ইউরোপীয় ও দক্ষিণ আমেরিকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দ্বিতীয়ত, তিনি পশ্চিমি 'ওরিয়েন্টালিজম্' থেকে নিজেকে পৃথক্ করতে পেরেছিলেন। সকলেই জানেন যে এডওয়ার্ড সইদ (**Edward Said,** ***Orientalism, 1978***) কীভাবে এশিয়ার সভ্যতার প্রতি পশ্চিমের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন। সেই পশ্চিমি আত্মগৌরব ও হেয় ও দুর্বল এশিয়ার সম্বন্ধে পশ্চিমের মনোভাব বিংশ শতাব্দীতে প্রায় সর্বব্যাপী ছিল ইউরোপ ও আমেরিকায়। ওক্তাভিও পাজ একজন ব্যতিক্রম, কারণ তাঁর ভারত সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধিৎসা, অনুধ্যান এবং অনুভব। তৃতীয়ত, পাজ-এর ভারত সন্ধান, আধুনিক বিশ্বে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে নতুন এক চেতনা আমেরিকা মহাদেশে নিয়ে আসে। আজকে যখন বারাক ওবামা অথবা তার সমসাময়িক লিবরল আমেরিকান প্রবক্তাদের দিকে তাকাই, মনে পড়ে যে ওক্তাভিও পাজ তাদের পূর্বসূরি। তিনি ভারতের স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ে জওহরলাল নেহরু-র ভারতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে হৃদয়ংগম করেন যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে তৃতীয় বিশ্ব (**Third World**) এবং ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। চার দশক পরে ১৯৯৫ সালে তাঁর 'ভারতের আলোকে' প্রবন্ধসংগ্রহে পাজ এই বিশ্বাস পুনরায় উপস্থাপন করেছিলেন। 'ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য', 'গান্ধী : চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী', 'জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র' এইসব প্রবন্ধে তিনি ভারতের আধুনিক ঐতিহাসিক অবস্থানের কেন্দ্রগত কয়েকটি উপাদানের প্রতি দিক্-নির্দেশ করেছেন।

এই ধারার চিন্তা পাজ-এর সমসাময়িক ভারতে আগত অনেকের মতে দেখা যায়। যথা, আন্দ্রে মালরো (**Andre Malraux, 1901-1976**) অথবা তার পরে জন গলব্রেথ (**John Galbraith**) —কিন্তু ওক্তাভিও পাজ-এর বিশেষত্ব হল ভারতীয় সংস্কৃতির ও দর্শনের সঙ্গে গভীর পরিচয়। প্যারিস থেকে দিল্লিতে দূতাবাসে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে, তিনি স্মৃতিচারণায় লিখছেন, তিনি উপহার পেয়েছিলেন বন্ধু আঁরি মিশো-র (**Henri Michaux 1899-1984**) উপহার কবীর-এর কবিতা সংগ্রহ, এবং অন্যান্য